দর্শনার ধান্যঘরায় গলায় খাবার আটকে বৃদ্ধের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের ধান্যঘরা গ্রামে গলায় খাবার আটকে নজরুল ইসলাম ওরফে নওশাদ আলী শাহ (৬৫) নামে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে।

শনিবার (৩১ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। নিহত নজরুল ইসলাম ওই গ্রামের মৃত রওশন আলী শাহের ছেলে।

নিহতের পরিবার ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, শনিবার সকালে নিজ বাড়িতে খাবার খাওয়ার সময় হঠাৎ তাঁর গলায় ভাত আটকে যায়। এতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।

নিহতের ছেলে সাইদুল ইসলাম জানান, প্রতিদিনের মতো শনিবার সকালে তাঁর বাবা বাড়িতে ভাত খাচ্ছিলেন। এ সময় গলায় ভাত আটকে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নজরুল ইসলাম জানান, তিনি ঘটনাটি শুনেছেন।

চুয়াডাঙ্গায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় সাজাপ্রাপ্ত কয়েদির মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারের সাজাপ্রাপ্ত কয়েদি আনোয়ার হোসেন ইংরেজ (৬০) চিকিৎসাধীন অবস্থায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে মারা গেছেন।

বৃহস্পতিবার (২২ অক্টোবর) চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারের জেলার শাখাওয়াত হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এর আগে বুধবার রাত ১১টা ৫৫ মিনিটে তিনি মারা যান। একই দিন বুকে ব্যথা অনুভব করায় কারাগার থেকে তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে রাত ১১টা ২৮ মিনিটে ভর্তি করা হয়েছিল।

আনোয়ার হোসেন ইংরেজ (৬০) চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার শংকরচন্দ্র স্কুলপাড়ার মরহুম আমিরুল ইসলামের ছেলে ও শংকরচন্দ্র ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি ছিলেন। তিনি কয়েদি নম্বর ৪০৭০/এ হিসেবে কারাগারে ছিলেন। ২০২৬ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর তিনি কারাগারে আসেন।

কারাগার ও হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, উচ্চ রক্তচাপ (এইচটিএন) ও ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজে (আইএইচডি) আক্রান্ত আনোয়ার হোসেন গত ১৭ অক্টোবর থেকে কারা হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে ২১ অক্টোবর রাত ১১টা ৫ মিনিটে তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ১১টা ৫৫ মিনিটে তার মৃত্যু হয়।

মৃত্যুসনদে তার মৃত্যুর কারণ হিসেবে অ্যাকিউট করোনারি সিনড্রোম (এসিএস), ডায়াবেটিস মেলিটাস (ডিএম), ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা (বি.অ্যাজমা) ও উচ্চ রক্তচাপের (এইচটিএন) উল্লেখ রয়েছে।

কারাগার সূত্রে আরও জানা যায়, পেনাল কোডের ৩২৪ ধারার একটি মামলায় আদালতের বিচারক আনোয়ার হোসেনকে দুই বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ২০ হাজার টাকা জরিমানার আদেশ দেন। এরপর ৩০ সেপ্টেম্বর তিনি চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে আসেন। বিধি অনুযায়ী, সুরতহাল ও ময়নাতদন্ত শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তরের কথা রয়েছে।

এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক ওয়াহেদ মাহমুদ রবীন জানান, ২১ অক্টোবর হাসপাতালের প্রিজন সেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় জেলা কারাগারের সাজাপ্রাপ্ত কয়েদী আনোয়ার হোসেন ইংরাজের মৃত্যু হয়েছে। কারা বিধি মোতাবেক তার সুরতহাল রিপোর্ট ও ময়নাতদন্তের পর তার পরিবারের কাছে তার মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারের জেলার শাখাওয়াত হোসেন বলেন, আনোয়ার হোসেন একটি মারামারি মামলার সাজাপ্রাপ্ত আসামি হিসেবে ৩০ সেপ্টেম্বর জেলখানায় আসেন। বুধবার রাতে উনি খুব অস্থিরতা অনুভব করেন। এসময় তাকে কারাগারের গাড়িতে করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে

পাঠানো হয়। সেখানেই তিনি এক ঘণ্টা পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ওসি মনিরুজ্জামান জানান, মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন করার পর চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে ময়নাতদন্ত শেষে বিধি মোতাবেক মরদেহটি দাফনের জন্য পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

৪৬ লাখ টাকা দিয়েও ইতালি যাওয়া হলো না সোহেলের, লাটভিয়ায় মৃত্যু

বৈধ পথে ইতালি যাওয়ার স্বপ্নে ৪৬ লাখ টাকা দিয়েও গন্তব্যে পৌঁছাতে পারেননি ঝিনাইদহের সোহেল রানা। পরিবারের অভিযোগ, তাঁকে বিভিন্ন দেশে ঘোরানো, আটকে রেখে নির্যাতন ও মুক্তিপণ দাবি করা হয়।

পরে লাটভিয়ার একটি জঙ্গল থেকে অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধারের পর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ৮ অক্টোবর তাঁর মৃত্যু হয়।

এ ঘটনায় সোহেলের স্ত্রী জেসমিন সুলতানা ঝিনাইদহের মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালান প্রতিরোধ ও দমন ট্রাইব্যুনালে নয়জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। মামলায় মানব পাচার, নির্যাতন, মুক্তিপণ আদায় ও হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে। তবে এসব অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্তদের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

মামলার এজাহার অনুযায়ী, সোহেলকে বৈধ পথে ইতালি পাঠানোর কথা বলে প্রথমে ২৬ লাখ টাকা নেওয়া হয়। ২০২৫ সালের ৬ এপ্রিল তাঁকে কাতারে পাঠানো হয়। ৯০ দিনের মধ্যে ইতালি পৌঁছে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হলেও তাঁকে কাজ দেওয়া হয়নি। পরে দেশে ফেরার টিকিট পাঠানো হলেও তাঁকে ফিরতে না দিয়ে মিসর হয়ে ইতালি পাঠানোর কথা বলে আরও পাঁচ লাখ টাকা দাবি করা হয়। অভিযোগ, ওই টাকা দেওয়ার পর ২০২৬ সালের ১৪

আগস্ট তাঁকে মিসরে পাঠানো হয়।

এজাহারে আরও বলা হয়েছে, সোহেলের পাসপোর্ট ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র কেড়ে নিয়ে তাঁকে বিভিন্ন দেশে ঘোরানো হয়। পরে বেলারুশ হয়ে তাঁকে লাটভিয়ায় নেওয়া হয়। গত ২৫ আগস্ট তাঁর ফোন ব্যবহার করে পরিবারের কাছে ২০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয়। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন তারিখে টাকা পাঠানো হয় বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। ৯ অক্টোবর ইতালি থেকে অভিযুক্তদের একজন ফোন করে আরও সাড়ে চার লাখ টাকা দাবি করেন বলেও মামলায় বলা হয়েছে।

সোহেলের শ্যালক ইশতিয়াক আহমেদ জানান, দীর্ঘদিন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকার পর পোল্যান্ডে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে তাঁরা জানতে পারেন, ৬ অক্টোবর লাটভিয়ার সীমান্তরক্ষীরা সোহেলকে জঙ্গল থেকে অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৮ অক্টোবর সকালে তাঁর মৃত্যু হয়। মরদেহ দেশে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া চলছে।

একই চক্রের শিকার এক সহযাত্রী নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, তাঁকেও বৈধ পথে ইতালি পাঠানোর কথা বলে কাতারে নেওয়া হয়েছিল। পরে জানতে পারেন, ইতালি পৌঁছাতে তাঁকে ঝুঁকিপূর্ণ ও অবৈধ পথে সীমান্ত পার হতে হবে। বর্তমানে তিনি বিভিন্ন দেশে অবস্থান করছেন। তাঁর দাবি, একইভাবে আরও ১২ জনের দেশে ফিরতে না পারা বা বিভিন্ন দেশে আটকে থাকার বিষয়ে তিনি জানেন।

স্থানীয় ইউপি সদস্য শহিদুল ইসলাম জানান, রামচন্দ্রপুর ও হলিধানী ইউনিয়নের অন্তত ১৫ জনের কাছ থেকে ইতালি পাঠানোর কথা বলে টাকা নেওয়ার তথ্য তিনি পেয়েছেন।

এদিকে স্থানীয়দের দাবি, একই এলাকার কয়েকজন যুবক প্রায় এক যুগ ধরে নিখোঁজ রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে গাড়ামারা গ্রামের রসুল মিয়ার ছেলে রিপন মিয়া এবং রামচন্দ্রপুর গ্রামের পশ্চিমপাড়ার আব্দুল্লার ছেলে হামেদ আলী ও মৃত তাইজেল মাস্টারের ছেলে জগত আলী রয়েছেন। স্থানীয় সূত্রের ভাষ্য, তাঁরা একসঙ্গে নৌপথে মালয়েশিয়া যাওয়ার উদ্দেশ্যে দালালদের মাধ্যমে যাত্রা করেছিলেন। এরপর থেকে তাঁদের আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

মামলার বাদী জেসমিন সুলতানার অভিযোগ, টাকা ফেরত চাওয়া ও আইনি পদক্ষেপের বিষয়ে কথা বলতে গেলে অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে তাঁকে হুমকি দেওয়া হয়। ১৫ অক্টোবর তিনি ঝিনাইদহ সদর থানায় গেলে আদালতে

মামলা করার পরামর্শ পান বলে এজাহারে উল্লেখ করেছেন।

বিদেশে যাওয়ার স্বপ্ন দেখিয়ে বিপুল অঙ্কের টাকা আদায়, অনিশ্চিত যাত্রা এবং একের পর এক যুবকের নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগে এলাকায় উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। সোহেলের মৃত্যুর ঘটনায় সুষ্ঠু তদন্ত করে অভিযুক্তদের জবাবদিহি নিশ্চিত করা এবং বিদেশে আটকে থাকা যুবকদের উদ্ধারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কার্যকর পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা।

দামুড়হুদায় পুকুরে ডুবে ৮ বছরের শিশুর মৃত্যু

দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুরে পুকুরে ডুবে মো. জুনাইদ নূর ইসলাম
(৮) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

মঙ্গলবার (২০ অক্টোবর) দুপুরে উপজেলার জয়রামপুর স্টেশনপাড়া এলাকার হালসাপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত জুনাইদ নূর ইসলাম জয়রামপুর স্টেশনপাড়ার বাসিন্দা মো. রুবেল মন্ডলের ছেলে।

পরিবারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, মঙ্গলবার দুপুর আনুমানিক সাড়ে ১২টার দিকে জুনাইদ তার বন্ধুদের সঙ্গে হালসাপাড়ার রমজান আলীর পুকুরে শাপলা ফুল তুলতে যায়। এ সময় অসাবধানতাবশত সে পুকুরের পানিতে ডুবে যায়।

পরে তার সঙ্গে থাকা শিশুদের চিৎকার শুনে স্থানীয় লোকজন পুকুরে নেমে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। দুপুর আনুমানিক ১টার দিকে তাকে পুকুর থেকে উদ্ধার করা হয়। তবে ততক্ষণে শিশুটির মৃত্যু হয়েছে বলে পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

এ ঘটনায় নিহত শিশুর বাবা রুবেল মন্ডল দামুড়হুদা মডেল থানায় অপমৃত্যুর সংবাদ দিয়েছেন। এ বিষয়ে পুলিশের আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে বলে জানা গেছে।

# [redacted]

[redacted]

# [redacted]

[redacted]

# [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

# [redacted]

[redacted]

ইকবাল হোসেনের মেয়ে রাবেয়া খাতুন খুলনা থেকে ছেড়ে আসা রাজশাহীগামী কপোতাক্ষ এক্সপ্রেসের যাত্রী ছিলেন। সকাল ৮টার দিকে স্টেশন থেকে বিরতীর পর যাত্রা শুরু করলে ওই নারী ট্রেনে উঠতে যান। এসময় অসাবধনতায় পা পিচলে নীচে পড়ে গেলে ট্রেনে তার দুই পা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাকে উদ্ধার করে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা। সেখান থেকে তাকে যশোর রেফার্ড করা হলে পথেই তার মৃত্যু হয়।

মোবারকগঞ্জ রেলস্টেশনের মাস্টার নয়ন খন্দকার ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ঘটনার পর ফায়ার সার্ভিসে খবর দিলে তারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌছে ওই নারীকে হাসপাতালে নেয়। তার অবস্থা আশংকাজনক হওয়া যশোর রেফার করা হয়েছিলো। তবে যশোরে নেয়ার পথেই ওই নারীর মৃত্যু হয়েছে।

মেহেরপুরের গাংনীতে পানিতে ডুবে গৃহবধূর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীর মাথাভাঙ্গা নদীতে ডুবে সাগরী খাতুন(২৪) নামের এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের মাথাভাঙ্গা নদীতে ডুবে তার মৃত্যু হয়।

সাগরী খাতুন ভবানীপুর গ্রামের মোঃ জামরুল ইসলামের স্ত্রী। দেড় বছরের একটি শিশু রয়েছে।

সাগরী খাতুনের স্বামী জামরুল ইসলাম বলেন, আমি কাজে গিয়েছি। এই সময় শুনতে পাই আমার স্ত্রী বাড়ির পাশে মাথাভাঙ্গা নদীতে ডুবে মারা গেছে।আমি দ্রুত বাড়িতে চলে আসি।আমার একটি ছোট্ট শিশু রয়েছে।তাকে কিভাবে রাখবো কিছুই বুঝতে পারছি না। সে এভাবে পানিতে ডুবে মারা যাবে কখনো ভাবতেও পারিনি।সে প্রায় নিজের ও বাচ্চার কাপড়-চোপড় ধোয়ার জন্য নদীতে যেত।

ভবানীপুর গ্রামের ইউপি সদস্য রেজাউল ইসলাম বলেন, সাগরী খাতুনকে পানিতে ভাসতে দেখে স্থানীয় লোকজন তুলে আনার পর দেখে সে মারা

গেছে।পরে পুলিশকে খবর দিলে ঘটনাস্থলে পুলিশ আসে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী জানান, ভবানীপুর গ্রামের মাথাভাঙ্গা নদীতে ডুবে এক গৃহবধুর মৃত্যুর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় সাপের কামড়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় ফজরের নামাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে বিষধর সাপের কামড়ে শফি মন্ডল (৫২) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল বুধবার সকাল ৬টার দিকে উপজেলার খাদিমপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত শফি মন্ডল ওই গ্রামের নূর বক্স মন্ডলের ছেলে।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, বুধবার ভোরে ফজরের নামাজ আদায় করতে বাড়ি থেকে বের হন শফি মন্ডল। নামাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে একটি বিষধর সাপ তাঁর পায়ে কামড় দেয়। এতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে পরিবারের সদস্যরা তাকে চিকিৎসার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বাণী ইসরাইল জানান, সাপের কামড়ে একজনের মৃত্যুর খবর তিনি শুনেছেন। ঘটনাস্থলে পাঁচকমলাপুর ফাঁড়ির পুলিশ সদস্যরা গেছেন।